নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য “জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১” প্রণয়ন

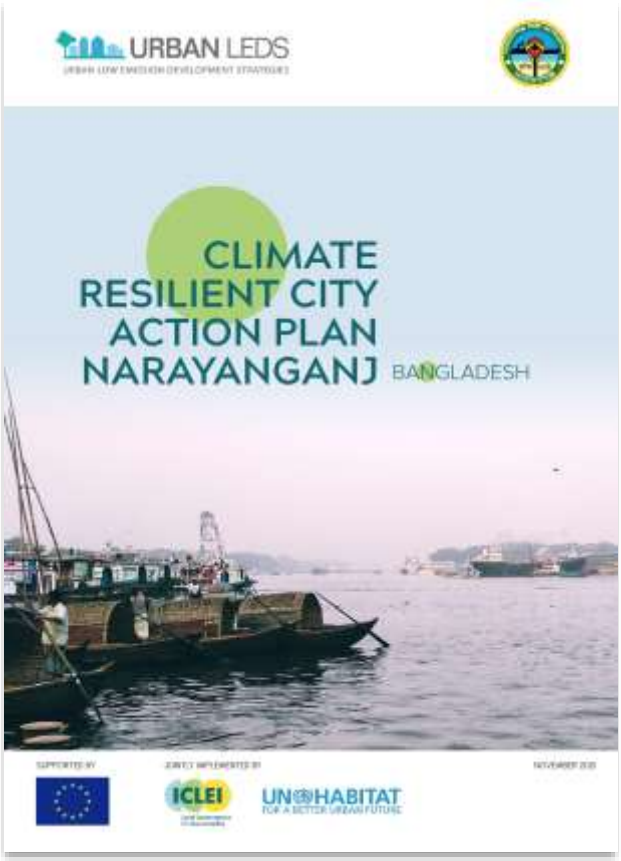

- **নামঃ** জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
- **ইংরেজি (মূল) সংস্করনঃ** Climate Resilient City Action Plan – Narayanganj, Bangladesh
- **প্রকাশকালঃ** নভেম্বর ২০২১
- **মেয়াদকালঃ** ৫ বছর (২০২১-২০২৬)
- **সম্পাদনাঃ** ইকলি সাউথ এশিয়া
- **সর্বমোট পৃষ্ঠাঃ** ১৩৪
- **মূল অধ্যায় সমূহঃ** ১) সূচনা, ২) নগর পরিচিতি, ৩) গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ইনভেন্টরি (বেইজলাইন), ৪) জলবায়ু ঝুঁকি এবং দুর্বলতা মূল্যায়ন, ৫) জলবায়ু সহনশীলতার উপায় এবং পদ্ধতি সমূহ, এবং ৬) ভবিষ্যৎ করণীয়।

সূচনা

নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটি অন্যতম শিল্প ও বানিজ্যিক নগরী। এই নগরীতে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের বসবাস। এই বিশাল সংখ্যক লোকের নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিরন্তর চেষ্টা করে গেলেও বর্ধিত জনসংখ্যা, শিল্প কারখানা কর্তৃক নদী ও পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত জনপদ গড়ে ওঠা, খেলার মাঠ ও পার্কের মতো গণপরিসরের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নাগরিক স্বাস্থ্য বিভিন্নভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

এই লক্ষ্যে, ২০২১ইং সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ইকলি - লোকাল গভর্নমেন্টস ফর সাসটেইনেবিলিটি, সাউথ এশিয়া (ইকলি সাউথ এশিয়া) যৌথভাবে নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য একটি “জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা, ২০২১” প্রণয়ন করেছে। ইউরোপিয়ান কমিশন-এর অর্থায়নে পরিচালিত “Accelerating climate action through the Promotion of Urban Low Emission Development Strategies (Urban LEDS, Phase II)” প্রকল্পের আওতায় এই পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। যেখানে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ইকলি সাউথ এশিয়ার (ICLEI South Asia) পাশাপাশি ইউএন হ্যাবিটেট (UN Habitat) সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে। এই কর্ম পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করতে উপরে উল্লেখিত সংস্থা সমূহ ২০১৯ইং সাল হতে ২০২১ইং সাল পর্যন্ত একযোগে কাজ করেছে।

“জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১”

এই কর্মপরিকল্পনাটি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রতিনিধি নিয়ে মোট ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি “ক্লাইমেট কোর টিম” গঠন করে নারায়ণগঞ্জ নগরীতে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জন-প্রতিনিধি, সরকারের বিভিন্ন অংশীদারি সংস্থা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও জ্বালানি), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা সভা এবং আলোচনা করে প্রনয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি “বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান ২০০৯”, “পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা”, “সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ২০৩০”, “বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০”, “ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি)”, “ন্যশনাল এনার্জি প্ল্যান” প্রভৃতির আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে যা জলবায়ু, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

“জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১” এর “জলবায়ু সহনশীলতার উপায়সমূহ ও পদ্ধতি সমূহ” অধ্যায়টিতে মুলত জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব থেকে উত্তরণের কৌশলগুলির একটি বিশদ ব্যাখ্যা এবং খাত ভিত্তিক প্রয়োজনীয় জলবায়ু সহনশীল প্রকল্পের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

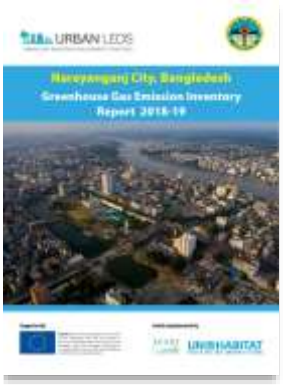

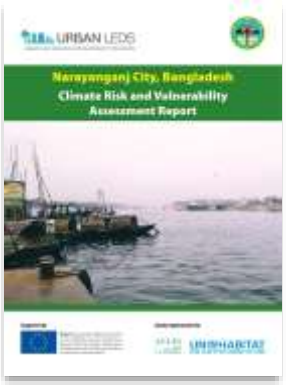

এই জলবায়ু সহনশীল কর্মপরিকল্পনার প্রণয়নের পাশাপাশি “গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ইনভেন্টরি (বেইজলাইন)” এবং “জলবায়ু ঝুঁকি এবং দুর্বলতা মূল্যায়ন” শীর্ষক আরও দুইটি প্রতিবেদনও প্রণয়ন-

নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য “জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১” প্রণয়ন

করা হয়েছে, যেখানে নারায়ণগঞ্জ নগরীর বিগত পাঁচ বছরের(২০১৪-১৯) খাত ভিত্তিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ-এর চিত্র এবং কোন কোন নগর খাত জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত সেটি চিহ্নিত এবং এর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- পানি সরবরাহ, পরিশোধন এবং বন্টনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- নগরীর কঠিন বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, পুনচর্ক্রায়ন এবং পুনর্ব্যাবহারের সুযোগ অনুসন্ধান করা হয়েছে।
- দূষিত পানি, স্যানিটেশন এবং ড্রেইনেজ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরের পার্ক, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য গণপরিসরের বর্তমান অবস্থা, চলমান সমস্যা এবং সমস্যা নিরসনে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে সেটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- কোন কোন প্রকল্প থেকে কিভাবে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা যাবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পভিত্তিক আনুমানিক ব্য য় উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনাটিতে খাতভিত্তিক (বাণিজ্যিক, আবাসিক, বর্জ্য, জ্বালানি, যানবাহন) গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের কারণ, পরিমাণ এবং ভবিষ্যৎ কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ যথাযথভাবে উল্লেখ করা আছে যা নীতিনির্ধারকদের পূর্বে উল্লেখিত সেক্টর সমূহের জন্য নীতিমালা এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করবে।

পরিকল্পনাটিতে নারায়ণগঞ্জ নগরীর বিভিন্ন জলবায়ু প্রভাব জনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে এর প্রতিরোধের জন্য কি কি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা আছে। এক্ষেত্রে, বিগত ২০-৩০ বছরের জলবায়ু তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই করা হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দুর্যোগের জন্য নারায়ণগঞ্জ নগরীর কোন কোন ওয়ার্ড অধিক ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুধুমাত্র দুর্যোগ এবং পরিবেশ ঝুঁকিই নয় , নাগরিক সেবাজনিত সমস্যা নিরসনে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের ও একটি স্পষ্ট এবং বিশদ তালিকা এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ নগরীর যেকোনো উন্নয়নকাজের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশাসনের/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং যথাযথ উদ্যোগের অনুপস্থিতি। এই পরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব উন্নয়ন সহযোগী আছে তাদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা এবং বন্টন ভিত্তিক কাজের উল্লেখ রয়েছে যা পরবর্তীতে যেকোনো ধরনের সমস্যা নিরসনে সহায়ক হবে।

পরিকল্পনাটিতে ৯ টি অগ্রাধিকার খাতে ২৪ প্রকার প্রকল্প উল্লেখ আছে যা নারায়ণগঞ্জ নগরীকে একটি জলবায়ু সহনশীল টেকসই, বাসযোগ্য এবং কার্বনমুক্ত সবুজ নগরী হিসেবে গড়ে তুলবে। কর্মসূচিগুলো উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিকল্পনাটির সুফল এবং এর বাস্তবায়ন উপযোগিতা

- নগরীতে বিদ্যমান পরিবেশ এবং জলবায়ুজনিত যেকোনো সমস্যা নিরসনে গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- যেকোন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কোন ধরনের পরিকল্পনা নগরবাসীর প্রথমে প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করবে।
- বিভিন্ন নাগরিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন, সড়ক বাতি , পরিবেষ্টনকারী বায়ু মান উন্নয়ন, নদী দূষণ প্রতিরোধ, সুপেয় পানি সরবরাহ, খেলার মাঠ, পার্ক এবং গণপরিসরের সুযোগ বৃদ্ধি করা)
- প্রভৃতি ক্ষেত্রে জলবায়ু বান্ধব প্রকল্প গ্রহণের জন্য বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে ।
- এটি নারায়ণগঞ্জ নগরবাসী এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের জন্য একটি তথ্যবহুল এবং সময়পোযোগী গাইডলাইন হিসেবে গণ্য হবে।
- বৈদেশিক যেকোনো দাতা সংস্থা থেকে অর্থ চাহিদার জন্য এই পরিকল্পনাটি প্রথম সারির রেফারেন্স হিসেবে গণ্য হবে।
- সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন করতে সহায়তা করবে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।
- পরিকল্পনাটিতে সুনির্দিষ্টভাবে নারায়ণগঞ্জ নগরীতে বিদ্যমান জলবায়ু প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে এবং তা নিরসনে কোন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে তার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগামীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি করা যাবে।
- প্রকল্প নির্ধারণে অংশীদারদের ভূমিকা এবং কাজের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।
- যেকোনো ধরনের পরিবেশ এবং জলবায়ু দুর্যোগ নিরসন, বায়ু, পানির মানোন্নয়ন, নগরবাসীর স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনে পরিকল্পনাটি একটি ব্যবস্থাপত্র হিসেবে সহায়তা করবে।
- সর্বোপরি এই পরিকল্পনাটির নারায়ণগঞ্জ নগরীকে জলবায়ু সহনশীল হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- কর্মপরিকল্পনাটির(২০২১-২০২৬) বাস্তবায়ন ব্যয় ৫ বছরের জন্য আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা

নারায়ণগঞ্জ নগরীর জন্য “জলবায়ু সহনশীল নগর কর্মপরিকল্পনা ২০২১” প্রণয়ন
অনুমোদনঃ প্রথম পরিষদ সভা , ১৪ মার্চ, ২০২২
প্রকাশকালঃ মার্চ ২০২২
সম্পাদনাঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ইকলি সাউথ এশিয়া বাংলাদেশ।

অর্থায়নে সার্বিক বাস্তবায়নে